''বাপদাদা চাইছেন - ডায়মন্ড জুবিলী বর্ষকে আসক্তি মুক্ত (ডিট্যাচ) বর্ষের রূপে পালন করো''

আজ বাপদাদা সর্বদা অন্তর থেকে বাবার স্মরণে থাকা তাঁর স্নেহী, সহযোগী বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। বাবার প্রতি বাচ্চাদের যতখানি স্নেহ, বাবারও বাচ্চাদের প্রতি তেমনই স্নেহ রয়েছে । বাবা সকল বাচ্চাকে এক সমান স্নেহ দেন। কিন্তু বাচ্চারা নিজের নিজের শক্তি বা সামর্থ অনুসারে স্নেহকে ধারণ করে থাকে। সেইজন্য বাবাকেও বলতে হয় নম্বর অনুক্রমে স্মরণের স্নেহ-সুমন। কিন্তু বাবা সকল বাচ্চাদেরকে নম্বর ওয়ান হৃদয়ের ভালোবাসা অমৃতবেলার থেকে দিতে থাকেন। সেইজন্য অমৃতবেলা বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্যই রাখা হয়েছে। কারণ অমৃতবেলা হলো সমস্ত দিনের আদি সময় । তো যে বাচ্চারা আদি সময়ে বাবার স্নেহ অন্তরে ধারণ করে নেয়, তো হৃদয়ে পরমাত্ম স্নেহ সমাহিত হয়ে থাকার কারণে আর কোনো স্নেহ আকর্ষণ করে না। যদি নিজের স্থিতি অনুসারে পুরো হৃদয় ভরে স্নেহকে হৃদয়ে সমাহিত না করে, এতটুকুও যদি খালি থাকে, সম্পূর্ণটা না নাও, তবে হৃদয়ে জায়গা থেকে যাওয়ার কারণে মায়া নানান রূপে অনেক স্নেহ, ব্যক্তির রূপে হোক, বৈভবের রূপে হোক - উভয় রূপেই সেই স্নেহতে আকর্ষণ করে নেয়।

কোনো কোনো বাচ্চা বাপদাদাকে বলে আমার কাছে এখনও পর্যন্ত মায়া কেন আসছে? যখন মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে গেছি, তাহলে তো মায়ার আসার কোনো কোশ্চেনই নেই। কিন্তু মায়ার আসার কারণ হলো আদিকাল অমৃতবেলায় নিজের হৃদয়ে পরমাত্ম স্নেহ সম্পূর্ণ রূপে তোমরা ধারণ না করা। যদি কোনো জায়গা কিছুটা অসম্পূর্ণ রেখে ভরা হয়, কিছুটু জায়গা খালি থাকে, তবে উথালপাতাল তো হবে তাই না! যোগে বসছোও, অমৃতবেলায় উঠছোও, লক্ষ্যও সামনে রয়েছে, আবার বলছোও যে, এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়... এটা অন্তর থেকে বলছো নাকি কেবল মুখেই? তবে হৃদয়ে অন্য কিছুর আকর্ষণের কারণ কী? নিশ্চয়ই কোথাও ব্যক্তি বা বৈভবের দিকে স্নেহ চলে যাচ্ছে, তবেই তো সেটা আকর্ষণ করছে। হৃদয় পরমাত্ম ভালোবাসায় সম্পূর্ণতঃ ভরা নয়। তোমরা ভেবে দেখো - তোমার এক হাতে কেউ যদি হীরে দেয় আর অন্য হাতে যদি মাটির গোলা দেয়, তোমার আকর্ষণ কোনটার দিকে যাবে? হীরের দিকে যাবে মাটির দিকে নয়। মাটি দিয়ে খেলাও তো ভালো তাই না? তো ব্যর্থ সংকল্প - এটাও তাহলে কী? হীরে নাকি মাটি? তো তোমরা মাটি দিয়েও খেলে থাকো, তাই না? অভ্যাস হয়ে গেছে, সেইজন্যই। ব্যাক্তিও তবে কী? মাটিই তো না? মাটি, মাটিতেই মিশে যায়। তাদের দেখতে খুব সুন্দর লাগে, চেহারায় হোক অথবা কোনো বিশেষত্বের, কোনো গুণের দিক থেকে, যা দেখে তোমরা বলে থাকো, আমার কোনো কিছুর প্রতি আসক্তি নেই, স্নেহ নেই, কিন্তু এনার এই গুণটা খুব ভালো। তো গুণের প্রভাব খানিকটা পড়ে যায় অথবা তোমরা বলে থাকো যে, এনার মধ্যে সেবা করার মতো অনেক বিশেষত্ব রয়েছে, তো সেবার বিশেষত্বের কারণে তার প্রতি কিছুটা স্নেহ রয়েছে। মুখের শব্দে হয়তো প্রকাশ করছো না কিন্তু কোনো ব্যক্তির দিকে বা বৈভবের দিকে বারে বারে এই সংকল্প যাচ্ছে যে - এটা যদি থাকতো তো খুবই ভালো... এও হলো আকর্ষণ। সেই ব্যক্তির এই বিশেষত্বের দাতা কে? সেই ব্যক্তি নাকি এই বাবা দেন? কে দেয়? তো ব্যক্তি খুব ভালো, ঠিক আছে সে খুব ভালো, কিন্তু যখন কোনো বিশেষত্বকে দেখছো, গুণ গুলিকে দেখছো, সেবাকে দেখছো, তো দাতাকে ভুলো না। সেই ব্যক্তিও বাবার থেকে নিয়েছে (লেবতা), দাতা নয় সে। বাবার না হলে সেই ব্যক্তির মধ্যে এই সেবার গুণ বা বিশেষত্ব আসতে পারতো কি? নাকি সেই বিশেষত্ব সে অজ্ঞান থেকেই নিয়ে আসে? ঈশ্বরীয় সেবার বিশেষত্ব অজ্ঞানে থাকতেই পারে না। অজ্ঞানেও যদি কোনো বিশেষত্ব বা গুণ থাকেও, জ্ঞানে আসার পরে সেই গুণ বা বিশেষত্বকে যদি জ্ঞানে না ভরে নেয়, তবে সেই বিশেষত্ব বা গুণ পরে জ্ঞান মার্গে এতখানি সেবা করতে পারবে না। এমনকি ন্যাচারাল গুণেও জ্ঞান ভরতেই হবে। তো জ্ঞান ভরে দেবেন কে? বাবা। তো কার দেওয়া হলো, দাতা কে? তো লেবতা ভালো লাগে তোমাদের নাকি দাতা ভালো লাগে? তবে লেবতার পিছনে কেন ছোটো?

বাবার সামনে কিম্বা দাদীদের সামনে খুব মিষ্টি মিষ্টি করে বলে থাকে যে, দাদী আমার কোনো অ্যাটাচমেন্ট নেই, একেবারেই নেই, শুধুমাত্র সেবার কারণে যতটুকু থাকার আছে। এতটুকু আছে বলে নিজেকে সেফ রাখে। কিন্তু এই অ্যাটাচমেন্ট তা সে গুণেরই হোক, সেবারই হোক, কিন্তু এই অ্যাটাচমেন্ট আজ নয় তো কাল কোথায় নিয়ে যাবে? কাউকে কাউকে তো এই অ্যাটাচমেন্ট পুরানো দুনিয়া পর্যন্তও নিয়ে যায়। কিন্তু মেজরিটি পুরানো দুনিয়া পর্যন্ত যায় না, কিছু কিছু জন যায়। মেজরিটির অ্যাটাচমেন্ট পুরুষার্থে অমনোযোগিতার দিকে নিয়ে যায়। তখন ভাবতে থাকে এ তো একটু আধটু হয়েই থাকে, তারপর বাবাকেও বোঝাতে থাকে - বলে বাবা, আপনি তো সাকারে নেই, ব্রহ্মা বাবাও অব্যক্ত হয়ে গেছেন,

আর আপনি তো হলেনই বিন্দু, জ্যোতি। এখন আমরা তো রয়েছি সাকারে, এত বড়সড় শরীর আমাদের আর শরীর দিয়েই তো সব করতে হবে আমাদেরকে, চলতে ফিরতেও হবে। তো আমরা রয়েছি সাকারে আর আপনি হলেন আকার আর নিরাকার। এখন সাকারে কাউকে তো চাই তাই না! আচ্ছা অনেক নয়, একজনকে তো প্রয়োজন না! এক জনও চাই না? আচ্ছা সাবধান! বাপদাদা জিজ্ঞাসা করছেন একজনকে তো চাই? চাই না? (এক বাবাকে চাই) বাবা তো আছেনই কিন্তু অনেক সময়ই মনে অনেক কথা এসে যায় আর মন ভারী হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মনকে হাল্কা করছো ততক্ষণ পর্যন্ত যোগও লাগবে না। তখন কি করবে? বাবারও তোমাদের কাছে প্রশ্ন যে : এই রকম টাইমে তোমরা কি করো? মন ভারী আর যোগ লাগছে না তো কি করবে? বমি করে বের করে দেবে নাকি ভিতরে ভিতরেই ছটফট করতে থাকবে? ডাক্তাররা কি বলে? পেট যদি ভারী হয়ে যায় তাহলে বমি করে বের করে দেওয়া উচিত নাকি ভিতরেই রেখে দেওয়া উচিত? ডাক্তাররা কি বলে থাকে? বমি করে দেওয়া উচিত না? তো ডাক্তাররাও বলে যে বমি করে দেওয়া উচিত। আচ্ছা।

এ হলো শরীরের ডাক্তারের কথা আর তোমরা সবাই হলে মনের ডাক্তার। তো শরীরের ডাক্তাররা তাদের উত্তর জানিয়েছে এবার মনের ডাক্তাররা বলো - মনের মধ্যে যদি কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে তবে কোথায় বমি করবে? বাবার কাছে গিয়ে বমি করবে? (বাবার রুমে গিয়ে করবে) বাবার রুমে গিয়ে বমি করে আসবে! ভাবো! বাবার সামনে গিয়ে বমি করবে? নাহলে কোথায় করবে? কোনো জায়গার কথা তো বলো? বাপদাদা তো বাচ্চাদের পক্ষ নেবেন যে, সেই সময় তো কাউকে নিশ্চয়ই দরকার। (বাবাকে বলে দেবে) আর বাবা যদি না শুনতে চান, তাহলে কি করবে? অনেক বাচ্চার কমপ্লেন্ট আছে না যে, আমি তো বাবাকে বলেছি, বাবা তো শুনেছেনই না, কোনো জবাবই দিচ্ছেন না। বাস্তবে হৃদয়ে যদি পরমাত্ম ভালোবাসা, পরমাত্ম শক্তি, পরমাত্ম জ্ঞান ফুল থাকে, এতটুকুও যদি খালি না থাকে, তবে কখনোই কোনো দিকেই অ্যাটাচমেন্ট কিম্বা স্নেহ যাবেই না।

কেউ কেউ বলে - 'অ্যাটাচমেন্ট নেই কিন্তু কেবল ভালো লাগে' । তো একে কি বলবে? বলছে অ্যাটাচমেন্ট নেই, ভালো লাগে, তো এটা কি? এইটুকু ছাড় দেওয়া যায় যে, আচ্ছা ঠিক আছে, অ্যাটাচমেন্ট নেই, কিন্তু তাদের সাথে ওঠাবসা করা, তাদেরকে দিয়ে সেবা করাতে ভালো লাগে, তো এই স্বাধীনতাটুকু দেওয়া যায়? যারা মনে করো একটু আধটু দেওয়া উচিত, এখনও পর্যন্ত তো আমরা সম্পূর্ণ হইনি, পুরুষার্থ করছি, এইটুকু ছাড় অন্তত দেওয়া উচিত! তারা হাত তোলো। এখন হাত তো তুলবে না, কারণ বিব্রত বোধ করবে, তাই না! কিন্তু তোমরা যদি মনে করো যে এইটুকু ছাড় অন্তত দেওয়া উচিত, তারা চিঠিতে লিখে দাদীকে প্রাইভেটলি দিও। এই রকম বলবে না যে, দাদী পাঁচ মিনিট একটু কথা বলতে চাই, কারণ এরজন্য তো তাহলে টাইম চাই। চিঠিতে লিখে দিলে বাপদাদা সেই চিঠি গুলো একত্রিত করবেন ভালো করে। আরও ভালো হবে সেটা তাই না? আচ্ছা, এখন তো সবাই না করছে আর সকলের ভিভিওতে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। যদি না করে তবে তো তখন বলা হবে যে, সেই ক্যাসেট পাঠানো হবে যে, তুমি তো না বলেছিলে তাহলে আবার কেন করলে? পাঠাতে হবে নাকি সেফ রাখবে নিজেকে? পাক্কা নাকি একটু আধটু কাঁচা পাকা!

সেই দিনও বলেছিলাম যে, এই সীজন ডায়মন্ড জুবিলীর শুভারম্ভ করবে, সুতরাং এই সীজনে তোমরা তো কনফারেন্সের, ভাষণের, মেলার অনেক অনেক প্রোগ্রাম তৈরী করেছো। কিন্তু বাপদাদা বিশেষ এই ডায়মন্ড জুবিলীতে একটি প্রোগ্রাম বানাতে চান, তার জন্য প্রস্তুত তোমরা?

বাপদাদা চান যে, ডায়মন্ড জুবিলীতে যে বাচ্চাকেই দেখবে - তা সে দুই বছরের হোক কিম্বা ষাট বছরের হোক, দুই মাসেরই হোক না কেন, টিচার হোক, স্টুডেন্ট হোক, সমর্পিত হোক কিম্বা প্রবৃত্তিতে রয়েছে, কিন্তু ডায়মন্ড বর্ষে, এই যে বাবার সাথে তোমরা সকলেও দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছো যে, পবিত্রতার দ্বারা আমরা প্রকৃতিকেও পবিত্র বানাবো, তো তোমাদের এই সংকল্প রয়েছে নাকি সেটা বাবাকে করতে হবে? বাবার সাথী তোমরা? হাতখানি কেবল এমনিই রেখে থাকো, চাতুরি করে থাকো তোমরা। এই রকম করবে না। তো বাপদাদা চান যে, সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি বাচ্চা অ্যাটাচমেন্ট মুক্ত যেন হয় - সাধনের থেকেই হোক অথবা ব্যক্তির থেকে। সাধনের প্রতিও অ্যাটাচমেন্টে নয় । ইউজ করা আলাদা ব্যাপার আর অ্যাটাচমেন্ট হলো আরেক ব্যাপার। তো বাপদাদা অ্যাটাচমেন্ট - মুক্ত বর্ষ পালন করতে চান। এই ফাংশান করতে চান। তো এই ফাংশানে তোমরা সাথী হবে? তারপর এটা তো বলবে না যে, এই কারণ ঘটেছিল? যে কারণই ঘটুক না কেন, যদি হিমালয়ও ভেঙে পড়ে, কিন্তু তোমাদেরকে সেই হিমালয় পর্বতকেও অতিক্রম করে বেরিয়ে যেতে হবে। এতখানি সাহস রয়েছে তোমাদের? আগে টিচাররা বলো। স্টুডেন্টরা খুশী হয় যে আমাদের টিচারকে বাপদাদা কিছু বলছেন। আর টিচাররা তো সহযোগিতা করার জন্য সব সময় সাথীই তাই না? কারণ এর পরে আজকালকার দুনিয়ায়

যারা নিজেদেরকে ধর্ম আত্মা, মহান আত্মা ঘোষণা করে, তাদের ফাউন্ডেশনও নড়ে যাবে। আর সেই সময় আদিতে যখন ব্রহ্মা বাবা নিমিত্ত হয়েছিলেন তো গালি কোন্ জিনিসের কারণে খেতে হয়েছিল? পবিত্রতার কারণে না? নাহলে তো ব্রহ্মা বাবার পাস্ট লাইফে তাঁর থেকে বয়সে বড় কোনো ব্যক্তিরও সাহস হতো না ব্রহ্মা বাবার দিকে আঙুল তুলতে। এই রকম পার্সোনালিটি ছিল ওনার। কিন্তু পবিত্রতার কারণে গালি শুনতে হয়েছিল। আর এই পরমাত্ম জ্ঞানের নবীনত্বই হলো পবিত্রতা। গর্বের সাথে তোমরা বলে থাকো না যে, আগুন আর কর্পূর একসাথে থাকলেও আগুন লাগবে না। এই চ্যালেঞ্জ রয়েছে না তোমাদের? যে যুগলরা মনে করো যে আমাদের এই চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তারা হাত তোলো। খুব ভালো - একটিই গ্রুপে সাথী তো অনেক রয়েছে। তো ডায়মন্ড জুবিলীতে কী করবে তোমরা? অ্যাটাচমেন্ট মুক্ত। ক্রোধ মুক্ত-র করেছো না তোমরা? একটু আধটু ক্রোধ তো বাপদাদা অনেকের মধ্যেই দেখেছেন। কিন্তু এইবার সেই বাকিটুকুকেও তোমরা ছেড়ে দাও। তবুও দেশের হোক কিম্বা বিদেশের যে বাচ্চারা অ্যাটেনশন রেখেছে আর সম্পূর্ণ রূপে ক্রোধ মুক্ত জীবনের প্র্যাকটিক্যাল অনুভব করেছে, করে দেখিয়েছে, তাদের সবাইকে বাপদাদা পদমগুণের থেকেও বেশী অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কারণ এই সময় বিদেশের হোক কিম্বা এখানকার সকলের বুদ্ধি রূপী টেলিফোন এখানে মধুবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। এখন সকলের কানেকশন মধুবনে রয়েছে । তো সকলে এটা তো অনুভব করে থাকবে যে, যারা খুব ভালো ভাবে দৃঢ় সংকল্প করেছো - তারা বাপদাদার থেকে বিশেষ এক্সট্রা সহয়তাও প্রাপ্ত করেছো। সুতরাং এই রকম ভাববে না যে, এক বছর ধরে তো ক্রোধকে নষ্ট করেছি, এখন তো আমি ফ্রি। যদি সম্পূর্ণ অ্যাটাচমেন্ট মুক্ত অনুভব করবে তবে ক্রোধ মুক্ত অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে । কেন? ক্রোধই বা হয় কেন? যে বিষয়টিকে, যে জিনিসটিকে তুমি চাইছো আর সেটা যখন পূর্ণ না হয় বা প্রাপ্ত হয় না, তখন ক্রোধ চলে আসে, তাই না? ক্রোধের কারণ হলো - তোমাদের যেটা সংকল্প রয়েছে সেটা যদি উল্টোও হয়, সঠিকও হয় কিন্তু যদি পূর্ণ না হয় - তখন ক্রোধ এসে যায়। মনে করো তুমি চাইছো যে, কনফারেন্স হবে, ফাংশান হবে তাতে আমিও অংশ গ্রহণ করবো। আমাদেরকে কবে সুযোগ দেওয়া হবে? তোমার ইচ্ছা রয়েছে আর তুমি সেটা ইশারায় জানিয়েও দিলে। কিন্তু তোমাকে চান্স দেওয়া হলো না। তো সেই সময় বিরক্তির উদ্রেক হয়, হয় না কি? চলো, মহাক্রোধ না-ই করলে, কিন্তু যে না করে দিলো তার প্রতি ব্যর্থ সংকল্পও তো চলবে না? তাহলে সেটা তো পবিত্রতা হলো না। অফার করা, নিজের আইডিয়া দেওয়া এ'সব তো ঠিক আছে। কিন্তু তোমার দেওয়া আইডিয়া বা বিচারের পিছনে সেই বিচারকে ইচ্ছার রূপে বদলে দিও না। সংকল্প যখন ইচ্ছার রূপে বদলে যায়, তখন বিরক্তির ভাবও আসে, মুখ থেকেও ক্রোধ বর্ষিত হয় বা হাত পা-ও চলে। হাত পা চালানো - সেটা হলো মহাক্রোধ। তাই নিঃস্বার্থ হয়ে নিজের আইডিয়াকে ব্যক্ত করো, স্বার্থ রেখে নয় যে, আমি যখন বলেছি তাহলে সেটা হতেই হবে - এই রকম ভাববে না। অফার করো তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু কেন কি এর মধ্যে যেও না। নাহলে ঈর্ষা, ঘৃণা - সে'গুলো হলো এক একটা সাথীর আগমন হওয়া। সেইজন্য যদি পবিত্রতার নিয়মকে পাক্কা করো, অ্যাটাচমেন্ট মুক্ত হয়ে গেছো - তবে এই অ্যাটাচমেন্টও থাকবে না যে, হতেই হবে। হওয়াই উচিত, না। অফার করেছো ঠিক আছে, তোমার নিঃস্বার্থ অফার দ্রুত পৌঁছে যাবে। স্বার্থ কিম্বা ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে করা অফার আরও ক্রোধের উদ্রেক করবে। ১০০ পার্সেন্ট অ্যাটাচমেন্ট মুক্ত। বলো হ্যাঁ কি না? ফরেনার্স বলো, হাঁ জী।

যেমন তেমন ভাবে ডায়মন্ড জুবিলী পালন করলে হবে না। ডায়মন্ড জুবিলীতে কিছু না কিছু নবীনত্ব দেখাতে হবে, যাতে গভর্নমেন্টের চোখ খুলে যায় যে, এটা কী! কোনো কার্যেই তারা তখন না করতে পারবে না। আরও বেশী করে অফার করবে, যেমন এখানে যখন মহামন্ডলেশ্বর এসেছিলেন, তো তিনি কি অফার করেছিলেন? অফার করেছিলেন যে, ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরা আমাদের আশ্রমকে চালাক। এই রকম প্রার্থনা জানিয়েছিলেন না! তো সকল ডিপার্টমেন্ট করবে যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট আপনারাই পরিচালনা করুন। এই রকম প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপে করা - এটাই হলো ডায়মন্ড জুবিলী। কিন্তু প্রথম প্রতিজ্ঞা স্মরণে আছে? কি হতে হবে? (অ্যাটাচমেন্ট মুক্ত) তখনই এ'সব হওয়া সম্ভব। এখনও যদি বাচ্চাকে মারধর করো তবে বাচ্চা ভালো কি করে হবে? নিজেরাই যদি আরও বেশি করে দুর্বল হতে থাকবে, তবে মহাত্মারা তোমাদের চরণে নত হবে কীকরে? যত যত পবিত্রতার পিলারকে (স্তম্ভ) পাক্কা করবে, ততই পবিত্রতার পিলার লাইট হাউস এর কাজ করবে। আচ্ছা।

চতুর্দিকের হৃদয়ে সমাহিত বাপদাদার হারানিধি শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা বাবার প্রতিটি নির্দেশ (ফরমান) মেনে চলা, নিজের আর অন্যদেরও আকাঙ্ক্ষা গুলিকে (অরমান) সমর্পিত করাতে পারা, সদা পবিত্রতার পিলারকে মজবুত বানাতে পারা আর পবিত্রতার লাইট, লাইট হাউস হয়ে ছড়িয়ে দিতে পারা বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে অ্যাটাচমেন্ট-মুক্ত বানাতে সক্ষম সমীপে আসতে পারা, থাকতে পারা সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

বিদেশে থাকা চতুর্দিকের বাচ্চাদেরকে বাপদাদার বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন। কেননা তারা সব সময়ই স্মরণের স্নেহ-সুমন সূচক পত্র পাঠাতেই থাকে। যারা পত্র পাঠিয়েছে তাদেরকেও বিশেষ স্মরণ আর যারা অন্তরের স্মরণের স্নেহ-সুমন পাঠিয়েছে, তাদেরকেও বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন।

বরদানঃ- নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে অস্থির পরিস্থিতিতেও অচল থেকে বিজয়ী রত্ন ভব

নিশ্চয় আর বিজয় - এই দুই হলো পরস্পরের পাক্কা সাথী। যেখানে নিশ্চয় রয়েছে সেখানে বিজয় নিশ্চতই রয়েছে। কেননা নিশ্চয় রয়েছে যে, বাবা হলেন সর্বশক্তিমান আর আমি হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান, সুতরাং বিজয় তাহলে কোথায় যাবে? এই রকম নিশ্চয়ের কখনো পরাজয় হতে পারে না। নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন যদি সুপরিপক্ক হয়, তবে কোনও ঝড় ঝাপটাই নাড়াতে পারবে না। দোলাচলেও অচল থাকা - একে বলা হয় নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন। কিন্তু কেবল বাবার প্রতি নিশ্চয় নয়, নিজের প্রতি আর ড্রামার প্রতিও নিশ্চয় থাকবে।

স্লোগানঃ- উড়ন্ত বিহঙ্গ সে, যে দেহের সকল সম্পর্কের থেকে মুক্ত থেকে ফরিস্তা হওয়ার পুরুষার্থ করে থাকে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;